“করতোয়া, বাঙ্গালী ও নাগর নদী রক্ষায় করণীয়” শীর্ষক

গণশুনানী -

২৪ এপ্রিল ২০১৮, পর্যটন মোটেল, বনানী, বগুড়া

আয়োজনে : বেলা, এএলআরডি ও বাপা বগুড়া শাখা

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট (এএলআরডি) ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বগুড়া শাখার আয়োজনে ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বগুড়ার বনানীস্থ পর্যটন মোটেলে **“করতোয়া, বাঙ্গালী ও নাগর নদী রক্ষায় করণীয়”** শীর্ষক এক **গণশুনানী** অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বগুড়া সদর আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ওমর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ মকবুল হোসেন, বগুড়া পৌরসভার মেয়র এডভোকেট একেএম মাহাবুবুর রহমান, বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলীমুন রাজীব, এএলআরডি’র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, পরিবেশ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ আব্দুল মালেক। গণশুনানী সঞ্চালনা করেন বেলা’র প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাপা বগুড়া শাখার সাধারন সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেলা’র রাজশাহী কার্যালয়ের ম্যানেজার তন্ময় কুমার সান্যাল এবং এএলআরডি’র সহকারী কর্মসূচী সমন্বয়কারী রফিক আহমেদ সিরাজী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বগুড়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, এনজিও প্রতিনিধি, ছাত্র এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ জিয়াউর রহমান, সাধারন সম্পাদক, বাপা বগুড়া শাখা, বগুড়া (শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন) ঃ করতোয়া নদী নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বাপা’র পক্ষ থেকে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরেন। করতোয়া, বাঙ্গালী, নাগর নদী রক্ষায় যে আন্দোলন চলছে তার সাথে সকলকে একাত্ম হওয়ার এবং এসব নদী রক্ষায় সকলকে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের আহবান জানান।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা (সঞ্চালক) ঃ তিনি বলেন, করতোয়া এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য নদী। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নির্মিত স্লুইসগেটের কারণে করতোয়া নদীটি মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। বর্জ্য ফেলা বন্ধে বগুড়ার মেয়রকে উচ্চ আদালত নির্দেশনা দিয়েছেন। বাঙ্গালী ও নাগর নদীর বালু

মহাল নিয়ে স্থানীয় মানুষদের আপত্তি রয়েছে। তারপরও এসব কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় তিনি হতাশা প্রকাশ করেন।

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ওমর, মাননীয় সংসদ সদস্য, বগুড়া সদর আসন (প্রধান অতিথি, তিনি টেলিফোনে বক্তব্য প্রদান করেন) ঃ তিনি বলেন, করতোয়া নদী বেশ প্রবাহমান ছিল। এ অঞ্চলের নদীগুলো দখল হয়ে ছোট হয়ে গেছে। এটা রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। করতোয়া নদী খননের বিষয়টি সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। বগুড়ার মানুষ যারা নদী রক্ষার আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন তাদের সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান। নদী রক্ষার সকল কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অনুষ্ঠান আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

মোঃ আরিফুল ইসলাম, বিলকাজুলী, ধুনট, বগুড়া (ভুক্তভুগী) ঃ বগুড়ার ধুনটের "বথুয়াবাড়ি বালু মহাল" প্রতিবছর ইজারা দেওয়া হয়। ইজারাদাররা যান্ত্রিক ভারী মেশিন দিয়ে নদী তীরবর্তী জমি থেকে বালু উত্তোলন করেন। ফলে এলাকার কৃষি জমিসহ মানুষের বাড়িঘর ভাঙ্গনের কবলে পড়ে। এলাকাবাসীর প্রায় ১১ একর কৃষি জমি ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এসি ল্যান্ড অফিস, ইউএনও অফিস, ডিসি অফিসে অভিযোগ জানাই। কিন্তু কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। এর আগে ধুনটে বাঙ্গালী নদীর ওপর অবৈধভাবে নির্মিত বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়া নিয়ে *বেলা* মামলা করেছিল। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে জেনে আমরা বেলা'র সাথে যোগাযোগ করি। স্থানীয় মানুষের পক্ষে বেলা হাইকোর্টে মামলা করে। হাইকোর্ট বালু উত্তোলনে স্থাগিতাদেশ দিলেও বর্তমানে নতুন নতুন কৌশলে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। ইজারাদাররা প্রভাব খাটিয়ে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ভারি যান্ত্রিক মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করছে। এ বিষয়ে তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

আলী আজগর হেনা, উপজেলা চেয়ারম্যান, বগুড়া সদর, বগুড়া ঃ এ অঞ্চলের নদীগুলো একদিনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। দিনে দিনে, বছর বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনগণ প্রতিকার চেয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হওয়ার পর আদালতের স্মরনাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়নি। সাধারন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই চলেছেন। অথচ যারা এগুলো রক্ষার দায়িত্বে আছেন, তারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। বরং তাদের দ্বারাই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। প্রভাবশালীদের কথায় প্রশাসন চলে। নদী দখল করে আবাস ভবন, মার্কেট তৈরি হয়েছে, অথচ দেখার কেউ নাই। আইনের নির্দেশনা ভঙ্গ করে যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে সবাইকে এক হয়ে কথা বলতে হবে। টিএমএসএস নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে যারা আছেন, তারাই এদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এসব ব্যক্তিদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতে হবে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ তারাই দেবেন যারা এর জন্য দায়ী। উন্নত দেশে নদীকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা কোনো নদীকে সুরক্ষা দিতে পারি নি। এসব বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি তিনি নদী ও পরিবেশ রক্ষার কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

মোঃ আবু হানিফ, শাকদহ, ধুনট, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ বগুড়ার ধুনটের শাকদহ, বিলকাজুলী, এলাঙ্গী, বথুয়াবাড়ি এলাকায় নদী থেকে বালু উত্তোলনের ফলে গ্রামবাসীদের প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ইউনিয়ন অফিস থেকে শুরু করে ডিসি অফিস পর্যন্ত গিয়েছি। কিন্তু কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। নদীর আশপাশের জমি সব বালুমহল কেটে ফেলেছে। "বথুয়াবাড়ি বালুমহাল" আর যেন ইজারা দেওয়া না হয় এবং সাধারন মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে ইজারাদারের কাছ থেকে সেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে তিনি প্রশাসনকে অনুরোধ করেন।

মোঃ জিয়াউর রহমান, এলাঙ্গী, ধুনট, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ তিনি বলেন, বালু উত্তোলনের কারণে তাঁর প্রায় ২.৫ বিঘা জমি নষ্ট হয়েছে। ডিসি অফিসে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কোনো প্রতিকার পান নি।

আব্দুর রহিম, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ আমার এলাকায় নদীর পাশের জমি থেকে ৪০/৫০ ফুট মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বালু মহালের ২০/২২জন লোক আমাদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। বর্তমানে আমার ২৪ শতাংশ জমি নদীতে চলে গেছে। বাধা দিলে গালিগালাজ এবং মারধোর করে। এ বিষয়ে তিনি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এডভোকেট উৎপল বাগচি, দুপচাঁচিয়া, কাহালু, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ বগুড়ার দুপচাঁচিয়া-কাহালুর মাঝ দিয়ে নাগর নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে নর্দমা হয়ে গেছে। কাহালু এলাকার বালুদস্যুরা স্থানীয়দের জমি কেটে মাটি উত্তোলন করছে। চারদিক থেকে এবং জমির গভীর থেকে মাটি কাটার ফলে জমি ধ্বসে পড়ছে। যান্ত্রিক মেশিন বসিয়ে ৪০/৫০ ফুট নিচ থেকে বালু উত্তোলন করছে। ফলে গ্রামের বাড়িঘরে ফাটল ধরেছে। যেকোন সময় ধ্বসে পড়তে পারে। নাগর নদীর রক্ষা বাঁধ তারা উঠিয়ে নিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গেলেও কোন প্রতিকার পাই নি। আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এএলআরডি'র সহায়তায় উচ্চ আদালতে রিট করা হয়। কোর্ট থেকে নোটিশ ও আদালতের কপি প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। শত শত ট্রাক এসে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের লোক এলে ট্রাক উধাও হয়ে যায়। মোবাইলে আমাকে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আইনি সহায়তার পাশাপাশি প্রশাসসনকে আন্তরিক হতে হবে। সকল পর্যায়ের মানুষকে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করতে হবে।

নিত্যানন্দ দাস, শাহজাহানপুর, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ করতোয়া নদীতে একসময় স্রোত ছিল, বহু রকম মাছ ছিল। আমরা নৌকায় চলাফেরা করতাম। আমার পিতা, দাদা সবাই মৎস্যজীবী ছিল। এই করতোয়া নদীতে আমরা অনেক রকমের মাছ ধরেছি। নদীতে জাল ফেললেই নানা প্রজাতির দেশি মাছ পাওয়া যেত। এখনো আমাদের জাল আছে। কিন্তু নদীতে কোনো মাছ নাই। গোবিন্দগঞ্জের স্লুইসগেটের মুখ খুলে

দিলে আমরা নদীতে পানি পাব। নদীতে ময়লা, বর্জ্য ফেলা বন্ধ হয়নি। ফলে মাছ মরে যাচ্ছে। বর্তমানে নদীর পানিতে নামলে শরীরে চুলকানি হয়। নদীর পানি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ হয়। আমরা চাই নদীতে আবার পানি আসুক। নানা ধরণের মাছ আসুক। আমরা নদীতে মাছ ধরে আমাদের জীবিকা চালাতে চাই।

ঋষিকেশ পাল, বগুড়া (ভূক্তভুগী) ঃ আগে আমরা বর্ষায় নৌকায় করে করতোয়া নদীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পাতিল ও মাটির অন্যান্য বাসনপত্র বিক্রি করতাম। আগে নৌকায় করে একসাথে অনেকে প্রায় ৩০/৪০ হাজার হাড়ি-পাতিল নিয়ে ময়মনসিং পর্যন্ত চলে যেতাম। সেগুলো বিক্রি করে কয়েকদিন পরে আবার ফিরে আসতাম। নদীতে পানি না থাকার কারণে এখন কাঁধে নিয়ে পাতিল বিক্রি করতে হয়। বেশি বিক্রি করতে পারি না। আমাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ। নদীগুলোতে পানি থাকলে মাটির তৈরী বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আবার আমরা নৌকায় করে অনেক দূরে যেতে পারতাম। বিক্রি বেশি হতো। ব্যবসা ভালো হতো। যেভাবেই হোক করতোয়াসহ এ এলাকার নদীগুলোতে সারাবছর পানি থাকুক এটাই আমাদের দাবী।

আব্দুল মান্নান রাবু, সহসভাপতি, বাপা বগুড়া শাখা, বগুড়া ঃ খুলসী স্লুইসগেট খুলে দেওয়া হয় নি। দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনী কোনো প্রক্রিয়াই প্রশাসন বাস্তবায়ন করে নি। গোবিন্দগঞ্জে নদীর উপর স্লুইসগেট তৈরি করায় নদী ভরাট হয়ে গেছে। নদীর ৩ কিলোমিটার ভরাট করে এই স্লুইসগেট তৈরি করা হয়েছিল।

মোসাম্মদ রওশন আরা, মেম্বর, ১ নং আমরুল ইউনিয়ন পরিষদ, বগুড়া সদর, বগুড়া ঃ আমি দেখেছি করতোয়া নদীতে বড় বড় নৌকা চলত। বেদেরা নৌকায় করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। বড় পাল তোলা নৌকা চলত। কিন্তু এখন নাই। করতোয়া নদী দখল করে বাড়ি-ঘর তৈরি হয়েছে, মার্কেট তৈরি হয়েছে। নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এই নদী খনন করা হোক। দখলদারদের উচ্ছেদ করা হোক। নদীর আগের রূপ ফিরিয়ে দেওয়া হোক। করতোয়া নদীর দখলদারদের তালিকা জনসন্মুখে প্রকাশ করা হচ্ছেনা কেন?

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য শংকর, সভাপতি, বগুড়া প্রেসক্লাব, বগুড়া ঃ তিনি অভিযোগ করে বলেন, উচ্ছেদ না করার কারণেই বছর বছর দখলদারদের সংখ্যা বাড়ছে। দশ বছর আগে প্রশাসনের তালিকায় ১৮ জন দখলদারের নাম ছিল, এখন তা বেড়ে ৩৮ জন হয়েছে। অথচ উচ্ছেদের কোনো উদ্যোগ নাই।

ফজলে রাব্বি ডলার, সংবাদকর্মী, বগুড়া ঃ বগুড়া শহরে প্রতিষ্ঠিত এনজিও টিএমএসএস নদী থেকে ট্রাক ভরে বালু উত্তোলন করছে। এবং স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হয়। টিএমএসএস করতোয়া নদীর গতিপত পরিবর্তন করে একটি ইকোপার্ক করেছে। এতে করে পল্লীমঙ্গল এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি শ্মশান প্রায় বিলীন হতে চলেছে। জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করা হলে তৎকালীন এসি ল্যান্ড ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি চিঠি দেন। তাতে এই অপতৎপরতা কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু বন্ধ হয় নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বার বার দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু তাদের উচ্ছেদে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

মোঃ শামসুল হক, অধ্যক্ষ, চান্দাইকোনা কলেজ, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ঃ ২০১২ সাল থেকে মজুমদার কোম্পানী "ফুলজর" (বাঙ্গালী নদীর আরেক নাম) নদীতে তাদের প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য তেল ফেলছে। এলাকাবাসীর পক্ষ

থেকে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক এবং প্রধান মন্ত্রী বরাবরে চিঠি দেওয়া হয়। এতে পরিদর্শনে এসে কোম্পানীর এমডি'কে ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু এখনো তেল ফেলা বন্ধ হয় নি। এতে ফুলজর নদীর পানি নষ্ট হচ্ছে, ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কোম্পানীর মালিক সাধারন মানুষকে গিনিপিগ মনে করেন। তিনি এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

মোঃ মাহাবুবুর রহমান, ব্যবসায়ী, বগুড়া ঃ তিনি বলেন, করতোয়া নদীকে লালন-পালনের ক্ষেত্রে যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা দায়িত্ব পালন করেন নি। নদী ও নদীর তীরবর্তী মানুষদের নিয়ে তারা কাজ করেন নি। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি আছে। নদীর গতিপথ ঠেকিয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের কে দিয়েছে? ৩ কিলোমিটার নদী ভরাট করে কেন স্লুইসগেট নির্মাণ করা হলো? করতোয়া নদী রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে। দখলদারদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে এবং উচ্ছেদ করতে হবে।

রাহাত টিটু, ষ্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক করতোয়া, বগুড়া ঃ বগুড়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মহোদয় জানিয়েছেন, ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে করতোয়া নদী সুরক্ষায়। কোনো প্রকল্পই বাস্তবায়িত হয় নি। সংবাদপত্রে আমরা ঘটনা তুলে ধরি, কিন্তু সমাধান করতে হবে প্রশাসনকে। ৪০০ কোটি টাকার প্রকল্পে কী কী আছে তা সম্পর্কে মানুষ অবগত নন। করতোয়া দখলদারদের নামের একটি তালিকা করা হয়েছে, কিন্তু কেউ এই তালিকা দেখেছিন কী? রিজওয়ানা আপার প্রশ্নের জবাবে সবাই বলেছেন, এই তালিকা কেউ দেখেন নি। যারা দখল করে আছে তাদেরকে এসকল অনুষ্ঠানে আনতে হবে। প্রয়োজনে ডিসি অফিস থেকে চিঠি দিয়ে তাদের আসতে বলতে হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা প্রশাসনের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এর জন্য সদিচ্ছা প্রয়োজন।

নিভা রানী সরকার, সাংস্কৃতিক কর্মী, বগুড়া ঃ উচ্চ আদালতের আদেশ অমান্য করে করতোয়া নদীর যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। করতোয়া যারা দখল করেছেন তাদের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। দখলদারদের তালিকা তৈরি করে প্রশাসনকে শ্বেতপত্র প্রকাশেরও দাবি জানান।

বজলুল করিম বাহার, কবি ও প্রাবন্ধিক, বগুড়া ঃ করতোয়া নদী বগুড়ার সংস্কৃতি। প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গার চেওে অনেক বড় ছিল এই নদী। মহাভারতেও করতোয়া নদীর পবিত্র জলের কথা উল্লেখ রয়েছে। এখন করতোয়ার উজানে এবং ভাটিতে শত্রু। কোনো মিত্র নাই।

হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ঃ বগুড়ার সন্তান হিসাবে আমিও চাই করতোয়া প্রবাহিত হোক। যমুনা ও তিস্তার গতিপথ বদলে যাওয়ায় ১৭৮৭ সালে করতোয়া প্রথম মরতে শুরু করেছে। ৮৮ সালে বড় বন্যার কারণে বগুড়াকে রক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার কারণে করতোয়ার এই অবস্থা।

তিনি বলেন, মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী খুলশী স্লুইসগেট খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও পানি আসছে না। কারণ স্লুইসগেটের পর প্রায় এক কিলোমিটার এলাকায় নদীর বেড লেভেল উঁচু হয়ে গেছে। তাই করতোয়া খনন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

খুলশী থেকে মাদলা পর্যন্ত নদীর অবস্থা উঁচু-নিচু হওয়ার কারণে কতটুকু পানি পাওয়া যাবে তার টেকনিক্যাল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। শিবগঞ্জের গাংনা থেকে খুলশী পর্যন্ত পানি প্রবাহ সচল করা যাবে কি না তাও বিবেচনা করা হচ্ছে। নাগর নদীর মুখে একটি রেগুলেটর দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে যাতে করতোয়া সচল রাখা যায়। ইছামতির ৭৩ কিলোমিটার এলাকা করতোয়ার জন্য খনন করার বিষয়টি বিবেচনাধীন। করতোয়া পুনঃখননের জন্য প্রধান মন্ত্রীর অনুমোতি আছে যা করার চেষ্টা করা হবে। বগুড়ার ৯৯ কিলোমিটার বাঙ্গালী নদী ড্রেজিং হবে যাতে দুই পাড়ের কোনো ক্ষতি না হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট যেসব প্রতিষ্ঠান নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ করছেন তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জানাচ্ছেন না। নদীতে ব্রিজ নির্মাণের আগে অবশ্যই পানি উন্নয়ন বোর্ডকে জানাতে হবে। এ পর্যায়ে সঞ্চালক (**সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা**) বলেন, আপনারা যে প্রকল্পের কথা বলছেন, সেই প্রকল্প নিয়ে সাধারন মানুষের সাথে বিশেষ করে নদী পাড়ের মানুষের সাথে মতবিনিময় করেছেন কি না? প্রশ্নের জবাবে হাসান মাহমুদ বলেন, এই প্রকল্পের ব্যাপারে এখনো সাধারন মানুষের সাথে মতবিনিময় করতে পারি নি। আমরা প্রকল্পটির ডিজাইন করছি। সেটা সম্পূর্ণ হলে সাধারন জনগণের সাথে কথা বলব।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রায় সব নদ-নদীর একই অবস্থা। নদীর কোনো জীব-বৈচিত্র নাই। নাগরিক হিসাবে আমাদের যে দায়িত্ব তা আমরা পালন করছিনা। বগুড়ার এই নদীগুলো প্রাণ ফিরে পাক এটা আমরাও চাই। করতোয়া দখলমুক্ত হলেও নদীতে পানির প্রবাহ আসবে কি না সেটা একটা প্রশ্ন? সঞ্চালক (**সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা**) বলেন, আপনারা যে প্রকল্পের কথা বলছেন তা একদিন আপনার কার্যালয়ে বসে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখান। সাধারন মানুষকে দেখান। এ বিষয়ে সকলের মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তারপর প্রকল্প কিভাবে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন। কেননা যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সে সম্পর্কে সাধারন মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা না রাখলে সমস্যা থেকেই যাবে।

এসএম মিজানুর রহমান, সদস্য সচিব, বড়াল রক্ষা আন্দোলন, চাটমোহর, পাবনা ঃ তিনি বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী তার বক্তব্যে বলেছেন, খুলশী থেকে ৮৬ কিলোমিটার ভাটিতে মাদলায় একটি রেগুলেটর নির্মাণ করা হবে। কিন্তু এই রেগুলেটর অপারেট করবে কারা? যদি স্থানীয় মানুষকে অপারেট করতে দেওয়া হয় তাহলে তারা একদিন এই রেগুলেটর নিয়ে মারামারি করবে। কারণ রেগুলেটর বন্ধ করলে একদিকে যেমন পানি থাকবে তখন অন্যদিকে পানি না থাকার সমস্যা দেখা দিবে। এই নিয়েই ঝামেলা বাধবে। ১৯৮১ সালে রাজশাহীর চারঘাটে বড়াল নদীর উৎসমুখে একটি রেগুলেটরসহ এ নদীর ওপর প্রায় ১৬টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছিল। এই রেগুলেটরের কারণে বড়াল নদী মারা গেছে। এবং বড়াল মারা যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিল 'চলনবিল' মারা গেছে। এখন পাউবো স্বীকার করেছে যে চারঘাটে রেগুলেটর দেওয়া ভুল ছিল। তাই করতোয়া বাঁচাতে মাদলায় যে রেগুলেটর দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই রেগুলেটর দিলে করতোয়া তো বাঁচবেই না, উল্টো এ নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। করতোয়াকে বাঁচাতে হলে বড়াল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া ঃ খুলশী থেকে ৮৬ কিলোমিটার পরে রেগুলেটর অপারেট করবে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় কমিটি এটা দেখভাল করবে। তিনি বলেন, আগামী মে মাসের প্রথম

সপ্তাহে পানি উন্নয়ন বোর্ড তার প্রকল্প চুড়ান্ত করে জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য বেলা, এএলআরডি, বাপাসহ অন্যান্যদের ডাকবে।

মোঃ আবুল কাশেম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, শিবগঞ্জ, বগুড়া ঃ নদী কেন্দ্রিক শহর, নগর, গ্রাম গড়ে উঠেছে। নদীর সাথে আমরা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। নদী ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। আমরা সাধারন নাগরিকরা নদীর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছিনা। নদীর প্রতি কারো শ্রদ্ধাবোধ নেই। তাই দখলদারদের চেয়ে সাধারন মানুষকেই আমি বেশি দায়ী করব। সচেতনতা ও গনজাগরণ গড়ে তুলতে হবে। এবং মাঝে মাঝে সবাই মিলে প্রশাসনের কাছে গিয়ে তাগাদা দিতে হবে।

আলীমুন রাজীব, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া (বিশেষ অতিথি) ঃ নদী রক্ষা এবং দখলদূষণের মতো অনাচার বন্ধ করা শুধু প্রশাসনের একার পক্ষে সম্ভব নয়, নাগরিকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে নদীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এজন্য জনগণের সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। বগুড়া সদরে করতোয়া নদী দখলদারদের একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের উচ্ছেদের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যে সকল নদী থেকে বালু তোলা হচ্ছে সেখানে প্রশাসন কাজ করছে। মেশিন জব্দ করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে। সচেতনতার মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সকল পর্যায়ে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন না হলে শুধুমাত্র প্রশাসন ও পুলিশ দিয়ে সবকিছু ঠেকানো সম্ভব নয়। প্রশাসন কাজ করছে। জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, প্রশাসন, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এক হয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে।

শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি ঃ শুধু করতোয়া, বাঙ্গালী, নাগর নয় সারা দেশের নদীগুলো মেরে ফেলার মাধ্যমে আমরা আত্মহত্যা করছি। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেনা। তাই সমাজ ও পরিবেশের দুশমণেরা গোটা সমাজ নিয়ন্ত্রন করছে। এদের হাত যত বড়ই হোক, আইনের হাত অনেক বেশি লম্বা। কাজেই, দখলদার বা দূষণকারী দলীয় লোক হোক আর ঘরের লোক হোক, তাদের আইনের আওতায় এনে কাজ করতে হবে। এবং আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনকে আন্তরিক হতে হবে। প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে আমরা যথাযথ ভূমিকায় দেখতে চাই। আইনগতভাবে নদী কমিশনকে কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। নদী কমিশন শুধু সুপারিশ করতে পারবে। আইনগতভাবে নদী কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। এই কমিশনে দক্ষ লোকবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নদী, জলাধার দখল ও দূষণকারীদের বিচারে প্রচলিত আইনে একটি ধারা যুক্ত করা যেমন-দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে করা যেতে পারে। দখলদূষণকারীদের বিচারের প্রয়োজনে প্রত্যেক জেলায় দ্রুতবিচার আদালত গঠন এবং সেখানে জনগণের অভিযোগ শোনা ও তদন্তসাপেক্ষে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের হাত একত্রিত করতে হবে। সকলকে সোচ্চার হতে হবে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিঃ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া ঃ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে সংশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেওয়া আছে। আমাদের প্রতি দেওয়া নির্দেশনা আমরা পালনের চেষ্টা করছি। করতোয়া নদীর দখল, দূষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। এছাড়া নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, নদীতে কলকারখানার বর্জ্য ফেলা রোধেও পরিবেশ অধিদপ্তর যথেষ্ট ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, মজুমদার কোম্পানীসহ অন্যান্যদের বিষয়ে আমরা সাধ্যমতো মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি। ইতিমধ্যে অনেককে জরিমানা, শাস্তি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। মজুমদার রাইস'র কোম্পানীর ইটিপি ব্যবহার না করা বিষয়ে আজকে তথ্য পেয়েছি। এখানে আমরা হস্তক্ষেপ করব। পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সঞ্চালক **(সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা)** বলেন, বালু উত্তোলনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোনো অনুমতি দেওয়া হয় কি না? সঞ্চালকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে কোনো লিখিত অনুমতি প্রদান করা হয় না। তবে এ বিষয়ে জেলা পর্যায়ে যে কমিটি আছে সেখানে মতামত দেওয়া হয়। সঞ্চালক **(সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা)** বলেন, বালু উত্তোলন নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক। লিগ্যাল পারমিশন থাকলেও পরিবেশ অধীদপ্তরের ছাড়পত্র লাগে। অবৈধভাবে যারা বালু তুলছে সেগুলো যেহেতু ঘোষিত বালুমহল না এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নাই, কাজেই পরিবেশ অধিদপ্তর অবশ্যই পদক্ষেপ নেবে।

এডভোকেট একেএম মাহাবুবুর রহমান, মেয়র, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া ঃ তিনি বলেন, বগুড়া পৌরসভা এখন আর যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলছে না। বিগত দিনে পৌরসভার ৩০০টি ডাস্টবিন ছিল যা নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন ডাস্টবিনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন মহল্লাভিত্তিক ভ্যানে করে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। বাড়ি বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয়। কিন্তু নদী দখলকারীরা বা নদীর নিকট বসবাসকারীরা পৌরসভার ভ্যানে বর্জ্য দেয় না। তাদের কাজই হচ্ছে নদীতে বর্জ্য ফেলা। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা পাওয়ার পর থেকে বগুড়া পৌরসভা করতোয়া নদীতে বর্জ্য ফেলছে না। পৌর বর্জ্য যেন করতোয়া নদীতে ফেলা না হয় সে বিষয়ে আমরা সতর্ক আছি। করতোয়া নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে এর আগের ডিসি মহোদয় পৌরসভার কাছে কিছু সিমেন্টের পিলার চেয়েছিলেন। আমরা অনেকগুলো পিলার তৈরি করে দিয়েছিলাম। কতটা কাজে লেগেছে তা জানতে পারি নি। করতোয়াকে দখলমুক্ত করতে গেলে সবার আগে নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে হবে। নদীর সীমানা চিহ্নিত করতে তিনি প্রশাসনকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। করতোয়া নদী রক্ষার যেকোনো কার্যক্রমে তিনি পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডাঃ মকবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, বগুড়া ঃ আজকের এই গণশুনানী অনুষ্ঠানে অনেক কিছ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। এসব যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে উপকার পাওয়া যাবে। সবার আগে আমি করতোয়া নদীর সীমানা নির্ধারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাবো। সীমানা নির্ধারণ করে সীমানা পিলার বসাতে পারলেই বুঝা যাবে কে কতটা নদীর সীমানা দখল করে আছে। এবং

তখন দখলদারদের উচ্ছেদ করা সহজ হবে। বালু উত্তোলন কী পরিমাণ করা যাবে আর কী পরিমাণ করা হচ্ছে তা মনিটরিং করা এবং সেক্ষেত্রে শর্তগুলো মানা হচ্ছে কি না তা দেখতে প্রশাসনকে অনুরোধ করেন। বগুড়ার পরিবেশ রক্ষা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিষয়ে আমি সবার সাথেই আলোচনা করবো। বারবার আলোচনা করে আন্দোলনের গতি বাড়াতে হবে। সকলের সব রকম আলোচনার ফলাফলে সরকারও তা বিবেচনা করতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, করতোয়াসহ এ অঞ্চলের সকল নদী রক্ষায় সকলের সমর্থন থাকতে হবে। আলোচনা হয়তো আজকে সফল নাও হতে পারে, কিন্তু আগামীতে সফল হবে। সবশেষে তিনি অনুষ্ঠান আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বেলা (সঞ্চালক) ঃ তিনি বলেন, নদী কৃষি, নদী অর্থনীতি, নদী প্রাণ, নদী জীবিকা, নদী সংস্কৃতি, নদী অনেকের কাছে ধর্ম। একটি নদীকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের নাই। কাজেই উন্নয়নের নামে সেই নদীকে মেরে ফেলার অধিকার কারও নাই। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও সদিচ্ছার অভাবে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকার পরেও করতোয়া, বাঙ্গালী ও নাগর নদী দখল, দূষণ এবং নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা আছে যে, বর্ষায় সর্বোচ্চ প্রবাহ ধরে নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে নদী এবং জলাশয় রক্ষায় সাধারণ মানুষ যেসব দাবি জানিয়েছেন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিচ্ছিন্ন নয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশাসনকে কাজ করতে হবে।

আনোয়ারুল করিম দুলাল, সভাপতি, বাপা, বগুড়া শাখা (অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন) ঃ সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা করতোয়া নদীতে পানি চাই। দখল এবং দূষণমুক্ত করতোয়া দেখতে চাই। এক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সেই আন্দোলনে বগুড়াবাসীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।